বাংলা উপন্যাসের আঙিনে

সম্পাদনা

ড. সন্দীপ বর

বাংলা উপন্যাসের অঙ্গনে

সম্পাদনা

ড. সন্দীপ বর

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০২২

ISBN : 978-81-951222-4-0

সম্পাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সোম পাবলিশিং-এর পক্ষে ২১, কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

থেকে সর্বাণী কুশারী কর্তৃক প্রকাশিত এবং

গৌরাঙ্গ প্রেস, ১৭ কানাই ধর নেল, কলকাতা ৭০০০১২

থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : অমিত মণ্ডল

অক্ষর বিন্যাস : বাপি মিস্ত্রী

'Bangla Uponyaser Angone'

edited by

Dr. Sandip Bar

Published by SOM PUBLISHING

21, Kanai Dhar Lane, Kolkata 700 012

Ph - 8697267510, 9874094834

Email : sompublishing16@gmail.com

মূল্য : ২৪৫.০০

ও পরিবারের সকল সদস্য যাদের প্রতিনিয়ত উৎসাহ এবং সহযোগিতা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে, তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। যাদের সাহায্য ছাড়া এই কাজটি বাস্তবরূপ লাভ করতে পারতো না তারা হলেন সোম পাবলিশিং-এর অধিকর্তা সর্বাণী কুশারী ও ভ্রাতৃপ্রতিম রাসেদ আলি মোল্লা এবং প্রচ্ছদ নির্মাতা অমিত মণ্ডল। এদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। যে কথাটি না বললে অপূর্ণ থেকে যায়, সেটি হলো এই বই পড়ে কেউ যদি কিছুমাত্র উপকৃত হয় তাহলেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক বলে মনে করবো। এই বই সম্পর্কে সব রকম সমালোচনা মাথা পেতে নেব এই অঙ্গীকার করে আশা করি এই বই পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে।

সন্দীপ বর

হাসনাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

সূচিপত্র

উপন্যাসকেন্দ্রিক বঙ্কিমচর্চা : কপালকুণ্ডলা ১৫
ড. রাজেশ চন্দ্র মন্ডল

ভিন্ন উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথের গোরা ২৩
ড. ব্যাসদেব ঘোষ

ঘরে বাইরে উপন্যাসে দাম্পত্য সংকট ৩৩
ড. বৃন্দাবন মন্ডল

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ : ঐশ্বর্য বনাম প্রেমের দ্বন্দ্ব ৪১
মনোজিৎ দাস

অনুভবে ও বিশ্লেষণে পথের পাঁচালী ৪৯
ড. রাকেশ জানা

চার অধ্যায় ও বাংলার বৈপ্লবিক পটভূমি ৬৮
ঝুমা পাত্র

সামন্ততান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আখ্যান : পুতুল নাচের ইতিকথা ৭৭
শম্পা লাহা

পদ্মানদীর মাঝি প্রান্তিক জেলে সম্প্রদায়ের জীবন
সংগ্রামের জীবন্ত দলিল ৮৫
ড. সন্দীপ বর

নিতাই বীরবংশী থেকে নিতাই কবিয়াল—একটি ম্যাজিক্যাল যাত্রা পথ ৯৩
নীলাঞ্জন হালদার

আমি'র অনুসন্ধানে আত্মসচেতন ডানা পাড়ি জমাল মহাশূন্যে ৯৮
ড. তুষার নস্কর

ইছামতী : বিভূতিভূষণের ইতিহাস চেতনা ১০৪

অনিমেষ নস্কর

শরদিন্দুর তুঙ্গভদ্রার তীরে : ইতিহাস ও রোমান্সের মেলবন্ধন ১১৩

ড. সুনেত্রা ব্যানার্জী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ : সুনীলের আত্ম-প্রকাশ ১৩৬

ড. সঞ্জিত মন্ডল

কেয়াপাতার নৌকো দেশভাগের মর্মান্তিক আলেখ্য ১৫০

ড. তাহ্‌রিনা নাসরিন

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে : ব্যক্তি সম্পর্কের অন্তহীন অন্বেষণ ১৭০

ড. সুব্রত মন্ডল

নকশালবাড়ি আন্দোলন ও শ্যাওলা উপন্যাস ১৮৫

ড. সারদা মাহাতো

মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার : ইতিহাসের জলছবি ১৯৫

ড. দিলদার কিবরিয়া

কালবেলা : কালের অভিজ্ঞানে বিপ্লব ও প্রেম ২০৪

ড. সুব্রত মণ্ডল

সেলিনা হোসেনের কাঁটাতারে প্রজাপতি : আন্দোলন ও আত্মত্যাগের গৌরবগাথা ২১৬

ড. শামস্ আলদীন

প্রাবন্ধিক পরিচিতি ২৩২

শরদিন্দুর তুঙ্গভদ্রার তীরে : ইতিহাস ও রোমান্সের মেলবন্ধন

ড. সুনেত্রা ব্যানার্জী

।। ১।।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় লেখক হলেও শরদিন্দু ছিলেন দুই পুরুষের প্রবাসী বাঙালি। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। শরদিন্দু ছিলেন তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজলীপ্রভা দেবীর প্রথম সন্তান। তাঁর পূর্বপুরুষের আদি বাস কলকাতায় বরাহনগরের কুঠিঘাটে। তাঁর ঠাকুরদা শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণিয়ার আদালতে সেরেস্তাদার ছিলেন। সেখানেই তাঁর ভাই গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ওকালতি করতেন।[১] তারাভূষণের মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। কাকাই তাঁর অভিভাবক হয়ে ওঠেন। তিনি ওকালতি পাশ করে পূর্ণিয়া জেলায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরে মুঙ্গেরে স্থায়ী হন। তারাভূষণ মুঙ্গেরের অত্যন্ত নামী ও ধনী উকিল ছিলেন। শরদিন্দুর দুই মামা বা মাতামহ প্রত্যেকেই ছিলেন পেশায় আইনজীবী। তারাভূষণ চেয়েছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শরদিন্দু বড়ো হয়ে আইনজীবী হবে। শরদিন্দু মুঙ্গের জেলা স্কুল থেকে ১৯১৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে কলা বিভাগে ভর্তি হন। বি.এ. পাশ করার আগেই মাত্র উনিশ বছর বয়সে পারুলবালার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এরপর বাবার ইচ্ছায় আইন পড়তে শুরু করলেও তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না বলে তিনি কলকাতা ছেড়ে মুঙ্গের চলে যান। শরদিন্দু বাবার ইচ্ছার সম্মান রাখতে পাটনা থেকে ওকালতি পাশ করেন এবং ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মুঙ্গেরে ফিরে এসে বাবা তারাভূষণের কনিষ্ঠ আইনজীবীরূপে মুঙ্গের হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন।[২] এ সম্পর্কে তিনি সাহিত্যিক শংকরকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন "আমার সাহিত্য জীবনে আদালতের এই অভিজ্ঞতা খুব কাজে লেগেছে।"[৩] যদিও বেশিদিন তিনি ওকালতির কাজ করেননি। বাবা কিছুদিন তাঁকে জমি বাড়ি দেখার কাজ দিয়েছিলেন। তাতেও তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। শেষে তারাভূষণকে তিনি বলেন লেখক হতে চান। এ প্রসঙ্গে শরদিন্দু শোভন বসুকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—